দৈনিক সংবাদ
8
তারিখ ..12 OCT 1992
পৃষ্ঠা... ..৩.. কলাম ..৬ ...

হোপ প্রকল্প ঃ চীনের ভবিষ্যৎকে অশিক্ষার হাত থেকে রক্ষা করছে

মেধাবী ছাত্রী নান জিন-এর কথাই ধরা যাক। গত বছরের প্রথম দিনেই দেখা গেল, সে স্কুলে অনুপস্থিত। আনহুই প্রদেশের জিন ঝাই কাউন্টির 'হোপ' প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১০ বছর বয়স্কা ছাত্রী নান জিন-এর অনুপস্থিতি দেখেই তার শিক্ষিকা ভাবলেন ঃ স্কুলে আরেকজন ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়লো।

শিক্ষিকা ওয়েন হুই সেদিনই ছুটে গেলেন নানের বাড়িতে। জানা গেল ঃ নানের বাবা অসুস্থ শয্যাশায়ী, উপার্জনক্ষম একমাত্র মা, তার মাথায় ৫ হাজার ইউয়ানের ঋণের বোঝা। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। কাজেই পরিবারের সিদ্ধান্তঃ বড় মেয়ে নানের স্কুলে গিয়ে 'সময় নষ্ট' করার চাইতে বাড়িতে গৃহস্থালি কাজ করাই ভালো। স্কুলে যাওয়া বিলাসিতা মাত্র। শিক্ষিকাকে বাড়িতে দেখেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো নান। জানালো, সে স্কুলে যেতে চায়; কিন্তু তার পরিবারের সামর্থ্য নেই বছরে ৬০ ইউয়ান (১০ মার্কিন ডলার) স্কুল ফি দেবার। শিক্ষিকা তাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন 'স্কুল তার ফি-র দায়িত্ব নেবেন'। অবশেষে নান ফিরে এল স্কুলে।

চীনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শুধুমাত্র স্কুল ফি দিতে পারে না এ কারণে স্কুলত্যাগী (ড্রপ আউট) ছাত্রছাত্রীদের মনে আশা জাগাচ্ছে চীনের যুব কমিউনিস্ট লীগের 'হোপ প্রকল্প'। ১৯৮৯ সালে এই প্রকল্পের যাত্রা শুরু। ১৯৯০ সালে ৪০ হাজার ইউয়ান ব্যয়ে তারা তৈরি করেছে নানজী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এর অর্থ যোগান দিয়েছে চীনের যুব উন্নয়ন ফাউন্ডেশন। হোপ প্রকল্পের অর্থ সংগ্রহের জন্যই এই ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা। 'হোপ প্রকল্প' শুরু থেকেই সব মহলের সমর্থন পেয়েছে সর্বাত্মকভাবে।

চীনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের দারিদ্র্য অবর্ণনীয়। অনেকের ক্ষেতের ফসল ছাড়া আর কিছুই নেই। আয়ের আর কোন উৎস নেই। বহু পরিবারই বছরে ৬০ থেকে ৮০ ইউয়ান (১৫ ডলার) খরচ বহনে অক্ষম বলে সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে পারে না।

চীন সম্পর্কিত সর্বশেষ তথ্যঃ চীনে ৬ থেকে ১৪ বছরের ৩ কোটি শিশু-কিশোর স্কুলেই যায় না অথবা প্রাথমিক পর্যায়েই ঝরে পড়ে। দেশে অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২২ কোটির সঙ্গে এরাও যোগ দিচ্ছে প্রতিবছর। ১৯৮০ সালে ইউনেস্কো বাজেটে শিক্ষা ক্ষেত্রে বরাদ্দের ক্রমানুসারে যে ১৪৯টি দেশের তালিকা প্রণয়ন করেছিল তাতে চীনের স্থান ছিল ১৩০-এ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বছরে চীনে মাথাপিছু শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দের পরিমাণ মাত্র ৪০ ইউয়ান (৭ ডলার)।

দেশ জুড়ে প্রাথমিক স্কুলসমূহের অবস্থাও অবর্ণনীয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাটির তৈরি এমন স্কুলও চোখে পড়ে, যেগুলো শতবছর আগে হয়ত তৈরি। কোথাও বসার আসন মাটিতেই তৈরি, কোথাও শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকেই বসার জন্য আসন নিয়ে যেতে হয়।

এমনি এক বাস্তব অবস্থায় যুব কমিউনিস্ট লীগ এগিয়ে এসেছে 'হোপ প্রকল্প' নিয়ে। এই প্রকল্পের অধীনে শুধুমাত্র খরচ বহনে অসমর্থ বলে স্কুলে যেতে পারছে না এমনসব স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। শহরে সচ্ছল অধিবাসীদের কাছ থেকে গৃহীত অনুদানে গঠিত তহবিল থেকে স্কুলগামী দরিদ্র শিশু-কিশোরের বার্ষিক ফি মেটানোর জন্য ৪০ ইউয়ানের একটি করে বৃত্তি দেয়া হয়। অবশ্য বই-খাতা কিনতে হয় শিক্ষার্থীকেই। একবার কেউ বৃত্তি পেলে ৫ বছর পর্যন্ত তা চলতে থাকে। কখনো কখনো তা চলে শিক্ষার্থীর স্কুল শিক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত। এছাড়া যুব উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ইতোমধ্যেই দেশ জুড়ে গড়ে তুলেছে ১৭টি হোপ প্রাথমিক বিদ্যালয়। কিন্তু বাস্তব যা পরিস্থিতি তার তুলনায় এই বৃত্তির পরিমাণ ও সংখ্যা খুবই কম।

সারাদেশে হোপ প্রকল্পের চাহিদা ব্যাপক, কিন্তু এদের সামর্থ্য সীমিত। এখনো সকল কাউন্টি (জেলা) পর্যায়েই এরা পৌঁছতে পারেনি। সাচেং কাউন্টিতে চেনজিয়াশান গ্রামে ৬ থেকে ১৫ বছরের প্রতি ২৮ জনের মধ্যে ২০ জনই হচ্ছে স্কুলত্যাগী। এ এলাকার খরাক্রান্ত ১৫৪টি পরিবার কেবল সরকারী ত্রাণেই বেঁচে আছে।

এই জেলারই পার্বত্য শহর মুজিদিয়ানের অভিজ্ঞতা আবার ভিন্ন। এ অঞ্চলে 'ছেলেদেরই পড়াশোনার দরকার, মেয়েদের পড়াশোনার দরকার নেই' এমন প্রচলিত ধারণার ভিত্তি বড় শক্ত। ফলে বহু মা-বাবা ছেলে সন্তানটিকে স্কুলে পাঠাচ্ছেন, মেয়েটিকে নয়। ১৩ বছরের জু গুইয়াং ৩ বছর পরে স্কুল থেকে ফিরে এসেছে, অথচ তার ভাইরা যথারীতি স্কুলে যাচ্ছে।

এই সকল অঞ্চলের সকল পরিবারপ্রধান এবং স্কুলে যেতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের একটিই আকাঙ্খা— তারা পড়াশোনা করতে চায়, উচ্চ শিক্ষা নিয়ে তাদের দারিদ্র্যপীড়িত পরিবার ও অঞ্চলের দুঃখ ঘুচাতে। বুকভরা স্বপ্ন ঐ শিক্ষার্থীদের, চোখ ভরা আশা। তারা শিক্ষিত হবে, তাদের দুঃখ দূর হবে। কিন্তু এদের জন্য উচ্চ শিক্ষার পথও যেন রুদ্ধ। এক হিসেবে জানা গেছে, প্রতিবছর ৩০ লাখ ছাত্র উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়, এর ২০ শতাংশ মাত্র সুযোগ পায়। যারা বাদ পড়ে দেশের প্রত্যন্ত স্কুল থেকে পাস করা ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যাই তাদের মধ্যে বেশি। ফলে হতাশ মা-বাবা শুরুতেই এমন ধারণা পোষণ করেনঃ 'উচ্চ শিক্ষার সুযোগ যখন পাবেই না তখন আর তার সন্তানের স্কুলে যাবারই বা কি দরকার। নামটুকু লেখতে পারাটাই যথেষ্ট।' দাবিই পার্বত্যাঞ্চলের ৫০ শতাংশ কৃষকই এখন অশিক্ষিত।

শিক্ষক ও ছাত্রদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের এক অনন্য উদাহরণ ওপরের ছবিটি। চীনের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের একজন শিক্ষক তার দুই ছাত্রকে কোলে পিঠে করে কাদা পানি পার করছেন। তিনজনেরই গন্তব্য তাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়। চীনের দুওতিয়ান কাউন্টির কৃষক সন্তানদের পাহাড়-নদী পেরিয়ে স্কুলে যেতে হয়। আর তাদের এই বিপদসংকুল বিদ্যালয় যাত্রায় প্রতিদিন এভাবে পাশে এসে দাঁড়ান শিক্ষকরা। —বেজিং রিভিউ

কেস স্টাডি

লৌ মেইহীতে মাধ্যমিক স্কুল পর্যন্ত পড়তে এসে ১৫ বছর বয়সের দাই মঞ্জুর সঙ্গে লেগে গেল তার পরিবারপ্রধান দাদীর সঙ্গে। মঞ্জুর দাদী মনে করেন, এসব পড়াশোনা অর্থহীন, এসব বন্ধ করাই ভালো। একে দারিদ্র্য, তার ওপর পারিবারিক বাধা সব [illegible] পড়াশোনাই বন্ধ হয়ে গেল। ও[illegible] বাড়ি বয়ে এসেও তাকে ফিরিয়ে [illegible] পারেনি।

বছর দু'য়েক আগে 'নিউইয়র্ক[illegible] এর বেজিং প্রতিনিধি নিকোলাস ক্রিস্টোফ ঐ অঞ্চল পরিদর্শনশেষে মঞ্জুর কাহিনী জানতে পারেন এবং এ বিষয়ে রিপোর্ট করেন। এর পর পরই মঞ্জুর দাদীর নামে ১৩ থেকে ১শ' ডলারের সাহায্য আসতে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ব্যক্তিগতভাবে এসব সাহায্য আসে। আবার মঞ্জু স্কুলে পড়াশোনায় যোগ দেয়। এসময় ঘটে মজার এক ঘটনা। হঠাৎই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নামে আসে ১০ হাজার ডলারের একটি চেক। এ দিয়ে তৈরি হয় লৌতিয়ান প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্থানীয় অধিবাসীরা বিস্ময় নিয়ে প্রত্যক্ষ করলো একজন মার্কিন নাগরিক ১০ হাজার ডলার সাহায্য দেয়ার দক্ষতা রাখে, যা তাদের ২শ' বছরের আয়ের সমান। কিন্তু মজাটা ছিল অন্যখানে। আসলে একজন মার্কিন নাগরিক পাঠিয়েছিলেন ১শ' ডলারের ১টি চেক, ব্যাংক কর্মচারীর ভুলে তা হয়ে যায় ১০ হাজার ডলার। পরে ভুলটি ধরাও পড়ে, কিন্তু ব্যাংকে কর্মকর্তারা জানান, যেহেতু প্রাপ্ত টাকা দিয়ে স্কুল তৈরির মতো মহৎ কাজ করা হয়েছে সেজন্য বাকি ৯ হাজার ৯শ' ডলার আর ফেরত দিতে হবে না। তারা স্কুলটিকে ঐ অর্থ দান করছেন।

হোপ প্রকল্পের জন্য এধরনের নানা সাহায্য মিলেছে নানা প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন, সরকারী দপ্তর বা সংস্থা থেকে। এদের দানেই তৈরি হচ্ছে নয়া স্কুল ভবন, যেখানে বসে শিক্ষার্থীরা আর ভয় করে না 'ভবনটি যেকোন সময় ভেঙ্গে পড়তে পারে।'

শিক্ষকদের অবদান

স্বল্প সময়ে হোপ প্রকল্পের সাফল্য এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার সলতেটি জ্বালিয়ে রাখতে যাদের অবদান সবচাইতে বেশি তারা হচ্ছেন একদল ত্যাগী শিক্ষক।

গত ১০ বছরে একমাত্র লৌমেইহী শহরের ছাত্রদের ১৬৩, ৬৭৯ ইউয়ানের স্কুল ফি পরিশোধ করেছেন শিক্ষকরা তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে। এর মধ্যে শিক্ষার্থীরা অনেক অর্থই পরিশোধ করে দিয়েছে, যারা পারেনি শিক্ষকরা তাদেরকে সেই অর্থ দানই করে দিয়েছেন।

এই দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলে জনগণের মাথাপিছু বার্ষিক আয় মাত্র ১৬০ ইউয়ান (২৫ ডলার)। বহু কৃষকেরই খাবার নেই, বস্ত্র নেই। অনেকগুলো সন্তানকে তারা স্কুলে পাঠাতে অক্ষম।

ফলে প্রায়ই স্কুলে ছাত্র সংখ্যা কমে যায়। আর শিক্ষকদের বাড়ি বাড়ি যেতে হয়। যে বাড়িতে স্কুলগামী শিশু আছে একজন শিক্ষক সে বাড়িতে বছরে যান কয়েকবার। প্রতিবার ছুটিশেষে স্কুল খোলার আগে একবার যেতে হয় ছাত্রদের বাড়ি বাড়ি, স্কুল শুরু হলে যেতে হয়। অনেক সময় বাবা-মা'র নানা জেরার মুখে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার সন্তানটিকে স্কুলে নিয়ে আসতে হয় যে, শিক্ষকই ছাত্রটির স্কুল ফি দিয়ে দেবেন। দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চল থেকে শিশু ছাত্রকে নিয়ে আসতে হয় শিক্ষকেরই, আবার দিয়ে আসতে হয় বাড়িতে। অনেক সময় অভিভাবকরা কথা দেন সন্তানকে স্কুলে পাঠাবেন, কিন্তু কথা রাখেন না, শিক্ষককে আবার যেতে হয় তাদের বাড়িতে।

এ অঞ্চলেই ১০ বছর ধরে আছেন লৌতিয়ান হোপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ঝু দং মিং। এই ১০ বছরে ছাত্রদের স্কুল ফি বাবদ তার পকেট থেকে গেছে ৫ হাজার ইউয়ান, অবশ্য এর মধ্যে ৪ হাজার ইউয়ান ফেরত পাওয়া গেছে। ঝু বেতন পান মাসে ১৩০ ইউয়ান। এটিই স্কুলে শিক্ষকদের উচ্চমানের বেতন। কঠোর জীবনযাপনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ত্যাগ করার মনোভাব নিয়েই এখানে আছি।

এই ১০ বছরে কমপক্ষে ২৫০ জন অভিভাবককে তিনি উদ্বুদ্ধ করেছেন তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে। কতশত মাইল এজন্য তিনি হেঁটেছেন তার কোন হিসেব নেই। সব ক্ষেত্রে সফলতা এসেছে এমনো নয়। ঝু'র অভিজ্ঞতা, একজন অভিভাবক বলেছিলেন, ঝু নিজে অথবা কোন শিক্ষক যদি তার (অভিভাবকের) গরুগুলোর দেখাশোনা করে, তবেই তিনি তার ছেলেকে স্কুলে পাঠাতে পারেন। ঝু'র মন্তব্য, 'ঐ কৃষক অভিভাবকের যুক্তিটি ছিল খুবই সাধারণ।'

ঝু বলেন, ছাত্রের স্কুল ফি পরিশোধ করার দায়িত্ব নেয়া একজন শিক্ষকের জন্য অতিরিক্ত বোঝা। এ অবস্থা বেশি দিন চলতে পারে না।

ঝু'র নিজের শহরটি এই শহরের চাইতে অনেক উন্নত। তিনি ইচ্ছা করলেই এসব ছেড়ে যেতে পারে। ঝু জানান, বছরপাঁচেক আগে তার বান্ধবী মেচেং শহরে তার জন্য একটি চাকরির সন্ধান করে তাকে বলেছিল চলে আসতে।

ঝু তাকে বলেছিলেন, আমরা যদি সব এ দুর্গম অঞ্চল ছেড়ে চলে যাই, তবে এখানকার শিশুদের যত্ন নেবে কারা। বরং ঝু বান্ধবীকেই প্রস্তাব দিল সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে বসবাসের জন্য। কিন্তু বান্ধবী সে প্রস্তাব গ্রহণ করেনি এবং ঝু'কেই পরিত্যাগ করে চলে গেছে।

বেজিং রিভিউ
অবলম্বনে মনজুরুল আহসান বুলবুল

তারিখ .. 12 OCT 1992
পৃষ্ঠা .. ৩ .. কলাম .. ৬ ..